সমকালীন ছড়া

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

১
নেতা-নেত্রীর অনেক কথাই বুঝতে লাগে ধাঁধাঁ;
প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সব হাবা, বেকুব, গাধা?
নোবেল পেয়েও ইউনুস ছিলেন যার কাছে 'সুদখোর'
হঠাৎ কেন তাহার কণ্ঠে বদলে যাওয়া সুর?
"বিশ্বব্যাংকে বসাও তাকে, বানাও প্রেসিডেন্ট" -
"গ্রামীণ কেন ছাড়তে হোল"? "সেটা একসিডেন্ট" !

আশায় আছি মিলবে জবাব দু'চার দিনের মাঝে;
এসব জবাব দেয়ার চামচা ব্যস্ত অন্য কাজে।

২
ফেব্রুয়ারী এলেই মোদের কণ্ঠে আগুন ঝরে -
'বাংলা আমার মায়ের ভাষা, এই বাংলার তরে
জান দিয়েছে রফিক, সালাম, বরকত, জাব্বার
বাংলা আমার ভালোবাসা, আমি যে বাংলার।'
'শহীদ দিবস' একুশ এলে নেতা-মন্ত্রীর 'বাণী'
মাত্রা ছেড়ে যায় বেড়ে, সব ফালতু কচকচানি।

সেই নেতাদের ছেলে মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে
হিন্দি গান আর নৃত্য পাঠায় বাংলা নির্বাসনে।

৩
দেশ হিসেবে যতই মোদের থাকুক না দূর্গতি -
বাক্যবাগীশ বলে আছে জগৎ জোড়া খ্যাতি।
আসল কাজে লবডংকা, ঢাকতে সে এ অজ্ঞতা,
কথার তুবরী ফুটিয়ে চলেন মোদের মন্ত্রী-নেতা।

অর্থ মন্ত্রী মুখ খুললেই শেয়ার বাজার ধ্বসে
মানুষ করে আত্মহত্যা, জীবতারা যায় খসে।
বিএসএফ এর গুলি খেয়ে সীমান্তে লোক মরে,
এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন 'এমন হতেই পারে'।
ব্যর্থতাতে মহারাণীর বিদেশ মন্ত্রী নাম -
তিনি 'গণক নন' বোঝাতেই ছোটান গায়ের ঘাম।
স্বদেশ মন্ত্রী ভাবেন তিনি মস্ত জাঁহাবাজ -
ধমক-ধামক, আলটিমেটাম দেওয়াই তাহার কাজ,
কাজের বেলায় ঠন ঠনাঠন, ফালতু কথায় নয় -
এমন পঁচা মন্ত্রী মোদের ভাবতে লজ্জা হয়।

সিডনী; ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০১২